3rd paper Unit – 2 / 2nd Sem (Hons.)

1) কোন ঘটনার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম চরম আঘাত পেয়েছিল? কোন সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল?

উঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূনদের আক্রমণের ঘটনা বৌদ্ধ ধর্মকে চরম আঘাত করেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা ঘটেছিল।

2) বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির দুটি কারণ উল্লেখ?

উঃ বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ হল — (i) কাল ক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও আচার - অনুষ্ঠানের কুপ্রভাব পড়েছিল,
ii) মঠগুলি দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধভিক্ষুরা আড়ম্বরপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

3) শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমত কী?

উঃ দক্ষিণ ভারতে আলবার সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক প্রচারের মাধ্যমে এক বিশেষ ধর্মমত গড়ে উঠেছিল যা শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমত নামে পরিচিত।

2. বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির দুটি কারণ উল্লেখ কর?

উঃ i> বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ মূল — (i) কাল-ক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও আচার - অনুষ্ঠানের কুপ্রভাব পড়েছিল,
ii> মঠগুলি দুর্নীতি গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধভিক্ষুরা আড়ম্বরপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

3. শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমত কী?

উঃ দক্ষিণ ভারতে আলবার সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক প্রচারের মাধ্যমে এক বৈষ্ণব ধর্মমত গড়ে উঠেছিল যা শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমত নামে পরিচিত। নাথমুনি ও যমুনাচার্য এই ধর্মমতের প্রচলন করেন।

4. দক্ষিণ ভারতে কাদের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল? কোন সময় এদের আবির্ভাব ঘটে?

উঃ দক্ষিণ ভারতে আলবারদের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।
সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে আলবারদের আবির্ভাব ঘটে।

5. শৈবধর্মের কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম লেখ?

উঃ সমগ্র ভারতে কতগুলি শৈবধর্মের কথা জানা যায়। যথা - পাশুপত সম্প্রদায়, কাপালিক সম্প্রদায়, কালামুখ সম্প্রদায় প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

৬. শৈববাদের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ→ শৈব মতবাদে কঠোর উপাসনা ও ত্যাগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মতবাদ অনুসারে শিবের অনুগ্রহে মানুষের পক্ষে যেকোনো মুক্তিলাভ করা সম্ভব। এর জন্য সাধককে ইন্দ্রিয় বশীভূত করে ঋষিদের শয্যায় শয়ন করে দিবারাত্রি শিবের প্রতি আরাধনা করতে হবে।

৭. তান্ত্রিকবাদ বলতে কী বোঝ?

উঃ→ অষ্টম শতাব্দীতে তন্ত্রবাদ নামে সাধন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। তান্ত্রিকবাদের পূজা পদ্ধতির অঙ্গ ছিল বিভিন্ন ধরনের রহস্যজনক মন্ত্র, উপাসনা প্রভৃতি। তন্ত্রবাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য পঞ্চতত্ত্বের পথ অনুসরণ করতে হত। যথা – মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন।

৮. তান্ত্রিকবাদের আরাধনার পদ্ধতি কী ধরনের ছিল?

উঃ→ তান্ত্রিকবাদে গুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র দিতেন। তন্ত্র সাধনার জন্য বিশেষ ধরনের মুদ্রা, হঠযোগ, ধ্যানকরা প্রভৃতিতে গুরুত্ব দেওয়া হত।

৯. বৌদ্ধধর্মের উপর তান্ত্রিকবাদের কী প্রভাব

... মানুষের অন্তর থেকে
মুক্তি লাভ করা যায়। এর জন্য সাধককে
ইন্দ্রিয় বশীভূত করে গুরুদের আশ্রয় গ্রহণ
করে দিবারাত্রি নিজের মত আরাধনা করতে
হবে।

7 তান্ত্রিকবাদ বলতে কী বোঝ?

উঃ=> অষ্টম শতাব্দীতে তন্ত্রবাদ নামে নতুন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। তান্ত্রিকবাদের পূজা পদ্ধতির অঙ্গ ছিল বিভিন্ন ধরনের রহস্যজনক মন্ত্র, উপাসনার প্রভৃতি। তন্ত্রবাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য পঞ্চতত্ত্বের পথ অনুসরণ করতে হত। যথা - মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন।

8 তান্ত্রিকবাদের আরাধনার পদ্ধতি কী ধরনের ছিল?

উঃ=> তান্ত্রিকবাদে গুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র দিতেন। তন্ত্র সাধনার জন্য বিশেষ ধরনের মুদ্রা, হঠযোগ, ধ্যান করা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হত।

9 বৌদ্ধধর্মের উপর তান্ত্রিকবাদের কী প্রভাব দেখা যায়?

উঃ=> বৌদ্ধদের বজ্রযান, সহজযান, ও কালচক্রযান তত্ত্ব এবং আচরণগত দিক থেকে ছিল তান্ত্রিক। এই সময়ে বহু তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মে প্রাধান্য পায়।

10 তান্ত্রিক ধর্মের সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়?

উঃ=> বিভিন্ন ধরনের জাদুবিদ্যা, রোগব্যাধি দূর করা, সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড় থেকে রক্ষা পাওয়া, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতি।

— x —

Scanned with CamScanner